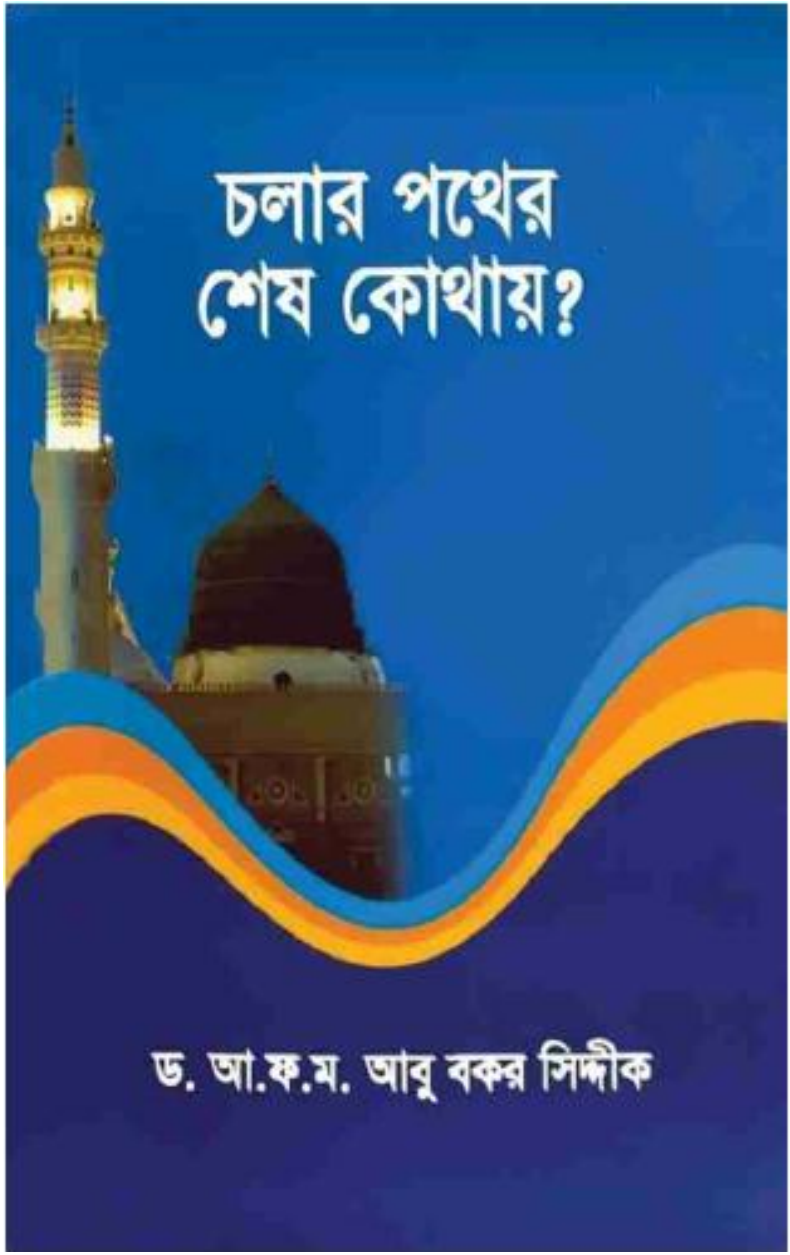
চলার পথের
শেষ কোথায়?
ড. আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক

২ - চলার পথের শেষ কোথায়?

লেখক পরিচিতি

চলার পথের শেষ কোথায়?

ডক্টর আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক

চলার পথের শেষ কোথায় ?

ডক্টর আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক

প্রকাশনায় :
গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ
খানকাহ্-ই-খাস মুজাদ্দেদীয়া
প্লট নং # ১২৮, রোড নং # ৭, ব্লক # বি
সেকশন # ১২, মিরপুর, ঢাকা।
ফোন : ০০৮৮-০২-৮০৫১৯১৮,
website : www.khasmujaddidia.org

প্রথম প্রকাশ :
জুলাই ২০১২ ঈসায়ী
আষাঢ় ১৪১৯ বাংলা
শাবান ১৪৩৩ হিজরী

কম্পোজ :
এ জেড কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
মোবাইল : ০১৭২৬৮৬৮২০২

মুদ্রণ :
এন.এন. প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
১৭৬/২, আরামবাগ, ঢাকা
মোবাইল : ০১৭১৩-০১৫২১৮, ০১৯১৯-০১৫২১৮।

হাদিয়া : ২০.০০ টাকা মাত্র।

CHOLAR POTHER SHESH KOTHAI : by **Dr. A. F. M. Abu Bakar Siddique** in Bangali. Published by Khankai Khas Mujaddedia, Plot # 128, Rood # 7, Block # B, Section # 12, Mirpur # 12, Dhaka, Bangladesh. Tel. 0088-02-8051918, website : www.khasmujaddidia.org.

Price : Tk. 20.00 Only.

লেখকের আরো কয়েকটি বই

১. শায়খ আহমাদ সিরহিন্দী (র)
২. মসজিদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব
৩. দ্বীনে এলাহী ও মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (রহ:)
৪. মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (র)- জীবন ও কর্ম
৫. বাংলার মুসলিম চেতনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৬. আত্মশুদ্ধির পথ নির্দেশ
৭. মুকাশিফাতে আয়নিয়া
৮. মাআরিফে লাদুন্নিয়া
৯. মাব্‌দা ওয়া মা'আদ
১০. ইছবাতুন নবূওয়াত
১১. আবু দাউদ শরীফ (অনুবাদ) ১-৫ম খণ্ড
১২. রিসালায়ে তাহলীলিয়া
১৩. স্মরণ কালের মরণজয়ী
১৪. আল-কুরআনের সরল তরজমা
(অনুবাদ ও সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই. ফা. বা)
১৫. ইবনে মাজাহ শরীফ (সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই. ফা. বা.)
১৬. নাসাঈ শরীফ (সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই. ফা. বা.)
১৭. তাফসীরে মাযহারী (সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই. ফা. বা.)
১৮. তাফসীরে তাবারী শরীফ, ৩০তম পারা (অনুবাদ, ই. ফা. বা.)
১৯. সিরাতুন্নবী (সা:)- ইবনে হিশাম, ৪ খণ্ডে সমাপ্ত
(সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই. ফা. বা.)
২০. আল্-কুরআনের বিষয় ভিত্তিক আয়াত, ৪ খণ্ডে সমাপ্ত
(সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই. ফা. বা.)
১১. আল কুরআনের চ্যালেঞ্জ
১২. রূহের সফর

সূচীপত্র

অধ্যায়-১ : রূহের জগত, রূহ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ॥ ৬
* রূহ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ॥ ৭

অধ্যায়-২ : দেহের সাথে রূহের সংযোজন ॥ ৯

অধ্যায়-৩ : দুনিয়ার জীবন ॥ ১১
* জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অবস্থানের জায়গা ॥ ১১
* দুনিয়া হলো আখিরাতের জীবনের পুঁজি সংগ্রহের জায়গা ॥ ১৪
* দেহ থেকে 'রূহ' বের হওয়ার পর তা থাকবে 'ইল্লীনে' বা 'সিজ্জীনে' ॥ ১৬
* দেহ থেকে 'রূহ' বের হওয়ার সময় মুমিনের অবস্থা ॥ ১৯
* ব্যক্তি নেক্কার হলে তার রূহের সাথে কিরূপ আচরণ করা হয়, তার বর্ণনা বিভিন্ন হাদীসে রয়েছে ॥ ২০
* ব্যক্তি বদকার বা কাফির হলে তার রূহের সাথে কিরূপ আচরণ করা হবে, তারও বর্ণনা বিভিন্ন হাদীসে রয়েছে ॥ ২২

অধ্যায়-৪ : কবর হলো জান্নাতের বাগান, কার জন্য? ॥ ২৪
* কবর হবে জাহান্নামের গর্ত, কার জন্য ॥ ২৬

অধ্যায়-৫ : আখিরাতের জীবন ॥ ২৮
* হাশরের ময়দানে অবস্থান ॥ ২৮
* নেকী-বদী ওজন ॥ ২৮

অধ্যায়-৬ : পুল্‌সিরাত ॥ ৩০
* যারা পুল্‌সিরাত অতিক্রম করবে, তাদের সর্বশেষ অবস্থানের জায়গা হবে 'জান্নাত' ॥ ৩০
* পক্ষান্তরে বদ-আমলের কারণে যারা পুলসিরাত অতিক্রম করতে পারবে না, তারা চিরস্থায়ী শাস্তির স্থান-জাহান্নামে প্রবেশ করবে ॥ ৩২

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পেশ কালাম

আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহে রাব্বিল আলামীন। ওয়াস্‌ সালাতু ওয়াস্‌ সালামু আলা সাইয়্যেদিল মুরসালীন, ওয়া আলা আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজমাইন। আম্মা বাদ :

'চলার পথের শেষ কোথায়?' গ্রন্থে মানুষের সৃষ্টির উৎস থেকে শুরু করে, যেখানে গিয়ে চিরদিন থাকতে হবে; কুরআন ও হাদীসের আলোকে সংক্ষেপে এ পথের পরিচয় পেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে। সব মানুষই বলে ঃ "আমি খুবই ব্যস্ত, আমি খুবই ব্যস্ত।"

মানব দেহ দুটি উপাদানে সৃষ্টি রয়েছে। সংক্ষেপে বলা যায়, দেহ ও রূহ। দেহ জড় উপাদানে সৃষ্টি, যা ধ্বংস হয়ে যাবে এবং রূহ সূক্ষ্ম উপাদনে সৃষ্টি, যা ধ্বংস হবে না; বরং এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাবে এবং সবশেষে হয়- জান্নাতে, অন্যথায়- জাহান্নামে চিরদিন থাকবে। রূহের আবাস স্থান পাঁচটি ঃ

১. আলমে আরওয়াহ বা রূহের জগত,
২. মায়ের উদর, যেখানে জড় দেহের সাথে রূহের মিলন ঘটানো হয় এবং সেখানে মানব শিশু তৈরী হয়।
৩. এই দুনিয়া। দেহ ও রূহ নিয়ে মানুষ এখানে আসে এবং আজীবন কর্মব্যস্ত থাকে। এখান থেকে মানুষ আখিরাতের জীবনের জন্য ভাল-মন্দ কাজ সংগ্রহ করে নেয়।
৪. কবর বা বরযখ। যেখানে মানুষের লাশ বা দেহ কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে এবং রূহ বা আত্মা ইল্লিন বা সিজ্জীনে অবস্থান করবে।
৫. এরপর আখিরাত, যার শুরু কিয়ামত থেকে হাশরের ময়দানে অবস্থান এবং হিসাব-নিকাশ শেষে পুলসিরাত পার হয়ে একজন মু'মিন চিরদিন থাকবে- জান্নাতে; আর বেঈমানরা থাকবে- 'জাহান্নামে'।

এর অন্যথা হবে না, হবে না, হবে না, কাজেই, আসুন সবাই সাবধান হই।

আহকার

ডক্টর আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক

অধ্যাপক, আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম অধ্যায়

* রূহের জগৎ, রূহ সৃষ্টির উদ্দেশ্য

আল্-হাম্দু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন, ওয়াস্ সালাতু ওয়াস্ সালামু আলা সাইয়্যেদিল মুরসালীন, ওয়া-আলা আলিহি, ওয়া আস্হাবিহি আজমাইন। আম্মা বাদ ঃ

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মানুষকে যমীনে তাঁর খলীফা বা প্রতিনিধি হিসেবে সৃষ্টির উদ্দেশ্য আল্-কুরআনে উল্লেখ করেছেন ঃ

اِنِّى جَاعِلَ فِى الاَرْضِ خَلِيْفَةً.

অর্থ ঃ "আমি যমীনে আমার খলীফা বা প্রতিনিধি সৃষ্টি করবো"।[১]

আর এ উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ মানবদেহ সৃষ্টির বহু আগে 'আলমে-আরওয়াহ' বা 'রূহের জগতে' মানুষের 'রূহ' সৃষ্টি করেন। সেখানে মহান আল্লাহ্ সমস্ত রূহকে তাঁর কুদরতে এক সাথে সৃষ্টি করে জিজ্ঞাসা করেন ঃ

اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ط قَالُوْا بَلٰى.

অর্থ ঃ "আমি কি তোমাদের রব নই?" জবাবে তারা বলেছিল ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই আপনি আমাদের রব?"[২]

বস্তুতঃ মানব জীবন লাভ 'দেহের' সাথে 'রূহের' মিলনের ফলেই হয়ে থাকে। তাই জানা দরকার– 'রূহ' কি? এর স্বরূপ কি ? আর এর কি কার্যকারিতা ও পরিণতি?

মহান আল্লাহ্ 'রূহ্' সম্পর্কে, আল্-কুরআনে ইরশাদ করেছেন ঃ

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ ط قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ — وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً–

১. আল-কুরআন, সূরা বাকারা : ৩০ আয়াত।
২. আল্-কুরআন, সূরা মুমিনুন : ১৪ আয়াত।

অর্থ ঃ "হে নবী! তারা আপনাকে 'রূহ্' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলে দিন ঃ 'রূহ' আমার রবের নির্দেশ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। আর এ ব্যাপারে তোমাদেরকে খুব সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে।"[৩]

উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত 'আমর' শব্দের ব্যাখ্যায় আল্-কুরআনের সূরা ইয়াসীনে বর্ণিত হয়েছে ঃ

اِنَّمَا اَمْرُه اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ.

অর্থ ঃ "বস্তুতঃ আল্লাহ্র 'আমর' হলো ঃ তিনি যখন কোন কিছু সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন, তখন তিনি তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন ঃ 'হও', আর অমনি তা হয়ে যায়।"[৪]

উল্লেখ্য যে, একবার ইহুদীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'রূহ' সম্পর্কে প্রশ্ন করে বিব্রত করার চেষ্টা করে। তখন আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে জানিয়ে দেন, আপনি তাদের প্রশ্নের জবাবে বলে দিন ঃ 'রূহ্' সৃষ্টি হয়েছে আল্লাহ্র নির্দেশে। অর্থাৎ 'কুন' বা 'হও' আদেশের মাধ্যমে।

*** 'রূহ' সৃষ্টির উদ্দেশ্য ঃ**

মহান আল্লাহ্ এ দুনিয়ায় তাঁর প্রতিনিধি পাঠানোর নীল-নকশা আগেই তৈরী করে রাখেন, আর এ জন্য তিনি তাঁর খলীফাদের 'রূহ্' প্রয়োজন মাফিক তৈরী করে 'রূহের জগতে' রেখেছেন। সে রূহকে তিনি ক্রমানুগতভাবে মানুষের দেহরূপী আঁধারে অতিষ্ঠিত করে দুনিয়ায় পাঠাচ্ছেন। তাই সর্বশেষ রূহ্টা দুনিয়াতে না আসা পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। কারণ, সব রূহ্ দুনিয়াতে আসবে, এখানে সে তার প্রতিনিধিদের দায়িত্ব পালন করবে। এরপর সবাই আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবনে ফিরে জবাবদিহি করবে।

মহান আল্লাহ্ জ্বিন ও ইন্সানকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। যেমন মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ.

৩. আল্-কুরআন, সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৮৫ আয়াত।
৪. আল্-কুরআন, সূরা ইয়াসিন ঃ ৮২ আয়াত।

অর্থ ঃ "আমি জ্বিন্ ও ইন্সানকে একমাত্র আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।"[৫]

বস্তুতঃ কঠিন ইবাতের দায়িত্ব দিয়ে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে মানুষরূপী জড়দেহের মধ্যে 'রূহ্'-কে পাঠিয়েছেন এই দুনিয়াতে। তাই দেহের আঁধারে, মানুষের শাঝে রূহের কর্মকা- সংঘটিত হচ্ছে।

যতক্ষণ দেহের সাথে রূহের সম্পর্ক থাকে, ততক্ষণ মানুষ হাসে, কাঁদে, কথা বলে, চিৎকার দেয়, কাজ করে, খায়-দায়, ঘুমায় ও জাগরিত থাকে। মানুষের ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন ও রাজনৈতিক জীবনে এ ধরনের বহু ব্যস্ততা দেখা যায়। সবাই বলে, আমি খুব ব্যস্ত।

কিন্তু এ ব্যস্ততায় হঠাৎ ছেদ পড়ে যায়, যখন রূহ মানব দেহরূপী আঁধার থেকে বের হয়ে যায়, তখন ব্যস্ত লোকটি হয়ে যায় শান্ত, স্থবির; আর তার দেহটার পরিচয় হয় 'লাশ' যা সৎকার বা কবরস্থ না করা পর্যন্ত জীবিত ব্যক্তিদের থাকে না শান্তি ও স্বস্তি।

আল্লাহ্র মা'রিফাত বা পরিচয় লাভই মানুষের জন্য চরম ও পরম প্রাপ্তি। তাই বলা হয় ঃ "মান্ আরাফা নাফ্সাহু, ফা-কাদ আরাফা রাব্বাহু"। অর্থাৎ যে নিজেকে চিনেছে, সে তার রবকে চিনেছে।

বস্তুতঃ জড়দেহের সাথে রবের কোন সাদৃশ নেই। তবে দেহের মধ্যে সূক্ষ্মভাবে বিরাজমান রূহের সাথে রবের কিছু সাদৃশ্য থাকা সম্ভব। কেননা, এ রূহ্-ই হচ্ছে রবের গুণে গুণান্বিত। তাই রবের সাথে এ রূহের-ই মিল থাকা সম্ভব।

উল্লেখ্য যে, মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এ পৃথিবীতে তাঁরই প্রতিনিধির জিম্মাদারী পালন করার জন্য একটি মূল সত্তা মানবরূপী এ জড় দেহের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে জড় জগতে মানুষের ভূমিকা পালন করছে। আর এ মূল সত্তাই হচ্ছে 'রূহ্'।

সর্বশক্তিমান ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অসীম সত্তা আল্লাহ্র গুণে গুণান্বিত হওয়ার কারণে জড় দেহের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও 'রূহ' অইন্দ্রিয় গ্রাহ্য, সূক্ষ্ম শক্তি হিসেবে মহাশক্তিধর আল্লাহর সাথে অবিরাম ও অচ্ছেদ্য বন্ধনে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। আর এ সম্পর্কে ছেদ সৃষ্টির ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো নেই। সেই সম্পর্ক ছেদ সৃষ্টির আপাতঃ পরিমাণ হলো-মৃত্যু। বিদ্যুৎ তরঙ্গে বিঘ্ন ঘটলে যেমন বাতির অপমৃত্যু ঘটে, এটি ঠিক তেমনই।

---

৫. আল্-কুরআন; সূরা যারিয়াত ঃ ৫৬ আয়াত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

* দেহের সাথে রূহের সংযোজন

নর ও নারীর যৌন মিলনের মাধ্যমে আল্লাহ্ তায়ালা মাতৃগর্ভে কীরূপে মানব সন্তান সৃষ্টি করেন, এ সম্পর্কে আল্-কুরআনে অনেক আয়াত বর্ণিত হয়েছে। যা থেকে এখানে কয়েকটি আয়াত পেশ করা হলো। আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الاِنْسَانَ مِنْ سُلَلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ- ثُمَّ جَعَلْنهُ نُطْفَةً فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ- ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَاْنهُ خَلْقًا اخَرَ ط فَتَبرَكَ اللهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ- ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذَالِكَ لَمَيِّتُوْنَ- ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ تُبْعَثُوْنَ-

অর্থ ঃ "আর আমি যে মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির নির্যাস থেকে, তারপর আমি তাকে শুক্ররূপে এক সুরক্ষিত স্থানে স্থাপন করি। এরপর আমি সে শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি 'আলাকে বা জমাট রক্তে, যা লেগে থাকে। তারপর আমি তাকে পরিণত করি মাংসপিণ্ডে, এরপর সে মাংসপিণ্ড থেকে সৃষ্টি করি হাঁড়, পরে সে হাঁড়কে ঢেকে দেই গোশ্ত দিয়ে, তারপর তাকে গড়ে তুলি এক নতুন সৃষ্টিরূপে। সুতরাং কত মহান কল্যাণময় আল্লাহ্, যিনি সর্বোত্তম স্রষ্টা। এরপর তোমরা অবশ্যই মরবে। তারপর কিয়ামতের দিন আবার তোমাদের জীবিত করে উঠানোর হবে।"[৬]

আয়াত বর্ণিত 'ফি কারারিম মাকীন'-এর অর্থ 'নিরাপদ আঁধার'। আর যা হলো– নারীদের গর্ভাধার, যেখানে গর্ভস্থিত শিশু নিরাপদে অবস্থান করে।

উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক নারীর ঋতুস্রাবের পর তার জরায়ুর ভিতরের অংশ বিশেষ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে, যেন তাতে পুরুষের শুক্রকীট দ্বারা উর্বরা প্রাপ্ত ডিম্বাণুকে ভালভাবে ধরে রাখতে পারে, যেখানে তা বর্ধিত হবে। যদি স্ফূটিত ডিম্বাণুকে কোন শুক্রকীট উর্বরা না করে, তবে সে ডিম্বাণু নষ্ট হয়ে

৬. আল্-কুরআন, সূরা মুমিনুন ঃ ১২-১৬ আয়াত।

যায় এবং জরায়ুর প্রস্তুতি ব্যর্থতার রক্তিম অশ্রুই স্রাবের আকারে বেরিয়ে আসে। আর যদি শুক্রকীট ও ডিম্বের মিলন হয়, তবে স্রাব বের হয় না।

আয়াতে বর্ণিত 'খাল্কান আখার'-এর ব্যাখ্যায় হযরত ইবন আব্বাস (রা) মুজাহিদ, ইকরামা, জুহাক ও আবুল আলীয়া (র) বলেছেন ঃ আরো এক রূপ সৃষ্টি বলে- 'রূহ' নিক্ষেপ করাকে বুঝানো হয়েছে।[৭]

উল্লেখ্য যে, 'নাফখে রূহ্' বা 'রূহ' নিক্ষেপ হচ্ছে আল্লাহ্ তায়ালার একটি বিশেষ গুণ, যা অবিনশ্বর, মানবদেহ যখন তৈরী হয়ে যায়, তখন শরীরের সাথে হয় 'রূহের' সম্পর্ক।

এ সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মানব-বীর্য মাতৃগর্ভ চল্লিশ দিন পর্যন্ত থাকে 'নুতফার' বা অপবিত্র পানির আকারে। তারপর চল্লিশ দিন পর্যন্ত তা থাকে রক্তপিন্ডের আকারে। এরপরের চল্লিশ দিন তা থাকে গোশত-পিন্ড আকারে। তারপর আল্লাহ্ তায়ালা তার জন্য চারটি বিষয়ের নির্দেশ দিয়ে একজন ফিরিশ্তাকে পাঠান। সে ফিরিশ্তা গর্ভস্থিত শিশুর ভাল মন্দ কর্ম পরিক্রমা, আয়ুষ্কাল, রিযিক এবং সে নেক্কার হবে না বদকার, তা লিপিবদ্ধ করেন। অবশেষে তার মধ্যে নিক্ষেপ করা হয় 'রূহ' বা আত্মা।[৮]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝানোর চেষ্টা করা হলো যে, জড় উপাদান তথা নর ও নারীর মিশ্রিত বীর্যের ক্রম-বিবর্তনের মাধ্যমে মানব দেহ তৈরী হয় এবং বিশেষ সময়ে আল্লাহ্র নির্দেশে জড় দেহের সাথে 'রূহ্' বা আত্মাকে সম্পৃক্ত করার ফলে তা জীবিত হয়, এ সৃষ্টি কৌশল সত্যিই অনন্য, রহস্যময়, যা মোটেও মানব জ্ঞানের আওতাধীন নয়। সুব্হানাল্লাহি ওয়া বি-হামদিহি, ওয়া সুব্হানাল্লাহিল আজীম।

৭. দেখুন, তাফসীরে মায্হাবী, সূরা মুমিনুনের ১৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।
৮. আল-হাদীস।

তৃতীয় অধ্যায়

দুনিয়ার জীবন

একটা মানব সন্তান মায়ের পেট থেকে জন্ম নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত যেখানে থাকে, একে দুনিয়া বলে। এটা কিছু দিনের থাকার জায়গা। অন্যভাবে বলা যায়, এটি ক্ষণস্থায়ী জীবনে থাকার স্থান।

*** জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অবস্থানের জায়গা :**

মানব জীবনের জন্য পাঁচটি স্তর আছে। যথা– শৈশব, কৈশোর, যৌবন, বৃদ্ধ ও প্রৌঢ়। দুনিয়ায় আসার পর মানুষ এক স্তর থেকে অন্য স্তরে গমন করে। মহান আল্লাহ্ তাঁর যে বান্দার হায়াত বৃদ্ধি করে দেন, সে জীবনের সর্বশেষ স্তরে পৌঁছে যায়। এরপর এক সময় এখান থেকে বিদায় নেয় এবং চলে যায় আখিরাতের জীবনে।

এখানে কয়েকটি স্তর আছে। যার প্রথম স্তর হলো 'আলমে বরযখ' তথা কবরের জীবন। এ জীবনের পরের স্তর হাশরের ময়দান, যেখানে সব মানুষ এক সাথে উপস্থিত থাকবে এবং আল্লাহ্ তায়ালা সকলের চুল চেরা বিচার করবেন। যাদের নেকী বেশী হবে, তারা জাহান্নামের উপরের ব্রীজ পুল্সিরাত পার হয়ে জান্নাতে পৌঁছে যাবে। পক্ষান্তরে যারা পুলসিরাত অতিক্রম করতে পারবে না তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

উল্লেখ্য যে, দুনিয়ার জীবনই কর্মময় জীবন। দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনের সব কাজ এখানেই সম্পন্ন করতে হয়। মৃত্যুর পর কাজ করার আর কোন সুযোগ নেই; চাই তা ভাল কাজ হোক বা মন্দ কাজ। আর এটি কর্মফলের ভিত্তিতেই প্রত্যেক ব্যক্তি হয় জান্নাতে যাবে, নয়তো জাহান্নামে যাবে।

দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনে আল্লাহ্ তায়ালা মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য অনেক আকর্ষণীয় ও লোভনীয় বস্তু সৃষ্টি করেছেন, আর এর উদ্দেশ্য হলো, মানুষ এ সবের লোভে ও আকর্ষণে মুগ্ধ হয়ে আল্লাহ্ ও আখিরাতের জীবনকে ভুলে যায় কিনা। যারা ভুলে যাবে, তারা আখিরাতের জীবনে আল্লাহ্র দীদার, কুদরত ও রহমত হতে বঞ্চিত হয়ে চিরস্থায়ী জাহান্নামে

প্রবেশ করবে। আর যারা দুনিয়ার মোহে আকৃষ্ট না হয়ে আল্লাহ্‌র নির্দেশ মত দুনিয়ার জীবন পরিচালিত করবে, তারাই হবে সফলকাম এবং চিরস্থায়ী জান্নাতের অধিকারী।

আল্লাহ্ তায়ালা মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য যে সব বস্তুকে আকর্ষণীয় ও মোহনীয় করে সৃষ্টি করেছেন, তার বর্ণনা রয়েছে আল-কুরআনের এ বাণীতে :

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ والاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ط ذَالِكَ مَتَاعُ الْحَيوةِ الدُّنْيَا ج وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَابِ.

অর্থ : "মানুষের কাছে মনোরম করা হয়েছে আকর্ষণীয় কাম্য বস্তুসমূহের মহব্বত, যেমন– নারীর, সন্তান-সন্ততির, স্তূপীকৃত স্বর্ণ-রৌপ্যের, চিহ্নিত অশ্বরাজির, গবাদি পশু এবং ক্ষেত-খামারের। এ সবই হলো দুনিয়ার জীবনের ভোগ্যপণ্য। আর আল্লাহ্‌র কাছেই রয়েছে উত্তম আশ্রয়স্থল।"[৯]

উল্লেখ্য যে, মনোরম ও আকর্ষণীয় বস্তুর স্রষ্টা হলেন আল্লাহ্ আর এ সবের প্রতি আকর্ষণ তিনিই সৃষ্টি করেছেন। কারণ, বিপরীত পরিবেশ ও পরিস্থিতির মাঝেই পরীক্ষা হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ্ তায়ালার বাণী :

اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ.

অর্থ : "তিনি সৃষ্টি করেছেন হায়াত ও মাউত, যাতে তিনি তোমাদের পরীক্ষা করেন, কে তোমাদের মধ্যে আমলের দিক দিয়ে অতি উত্তম।"[১০]

বস্তুতঃ মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষকে দুনিয়ার জীবন এজন্য দান করেছেন– যাতে সে দুনিয়াতে থাকাবস্থায় আল্লাহর মারিফাত বা পরিচয় লাভে ধন্য হতে পারে এবং আখিরাতের জীবনে লাভ করতে পারে চিরস্থায়ী কল্যাণ ও মঙ্গল, যা হলো জান্নাত।

কেননা, সংক্ষিপ্ত ও ক্ষণস্থায়ী এ দুনিয়ার জীবনের নেক-আমলের বিনিময়েই

---

৯. আল-কুরআন, সূরা আল-ইমরান : ১৪ আয়াত।

১০. আল-কুরআন; সূরা মুলক : ২ আয়াত

মানুষ আখিরাতের অনন্ত জীবনের লাভ করবে শান্তিময় জান্নাত এবং আল্লহ্‌র দীদার; যা লাভ করার জন্য সকলেই সচেষ্ট হওয়া উচিত।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ার জীবনে মানুষকে সতর্ক করার জল্য বলেছেন; সাতটি বিষয় প্রকাশ পাওয়ার আগেই তোমরা তোমাদের নেক-আমল সম্পন্ন করবে ঃ

১. এমন দারিদ্র্য, যা আল্লাহ্‌র বিধানকে ভুলিয়ে দেয়;
২. এমন ঐশ্বর্য, যা মানুষকে খোদাদ্রোহী করে ফেলে;
৩. এমন ব্যাধি, যা নিরাময় হয় না;
৪. এমন বার্ধক্য, যা জ্ঞানকে লোপ করে দেয়;
৫. চির বিদায় বা মৃত্যু;
৬. দাজ্জালের আবির্ভাব এবং
৭. কিয়ামত বা মহা-প্রলয়।[১১]

প্রতিটি সেকেন্ড বা মুহূর্ত বিদায়ের সাথে সাথে প্রত্যেক মানুষের দুনিয়ার জীবনের হায়াত কাল শেষ হচ্ছে এবং সে আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, এটা মনে রাখা সকলের জন্য খুবই জরুরী। আর এ জন্য সব সময় নেক আমল করার উদ্দেশ্যে সর্বক্ষণ জিকির কিভাবে করা যায়, সে পদ্ধতি শিক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন।

*** দুনিয়া হলো আখিরাতের জীবনের পুঁজি সংগ্রহের জায়গা ঃ**

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الاٰخِرَةِ.

অর্থাৎ "দুনিয়া হলো আখিরাতের জীবনের ক্ষেতস্বরূপ।"[১২]

এর ব্যাখ্যা হলো ঃ দুনিয়ার জীবনই একমাত্র কর্মময় জীবন। দুনিয়াতে আসার আগেও কোন কাজ করার সুয়োগ ছিল না এবং দুনিয়া থেকে বিদায়ের পরেও কোন কাজ করার সুযোগ থাকবে না।

যে মানুষের জন্য দুনিয়ার জীবনই কর্মময় জীবন। এখানে সবাই কাজে

১১. আল্-হাদীস, এটি বর্ণিত হয়েছে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) সূত্রে।
১২. আল্-হাদীস।

ব্যস্ত। কেউ ভাল কাজে ব্যস্ত, কেউ খারাপ কাজে, কেউ কেবল দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত, আবার কেউ দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীননের প্রয়োজন পূরণের পাশাপাশি চিরস্থায়ী জীবনের পাথেয় সংগ্রহে ব্যস্ত। কেননা, তারা জানে এবং মানে, এ দুনিয়ার সব কিছু এখানে থাকবে, সঙ্গে যাবে কেবল আমল। আর আমল যদি ভাল হয়, তবে তা আখিরাতের জীবনের জন্য উপকারে আসবে এবং সবশেষে এর বিনিময়ে পাওয়া যাবে জান্নাত, আর এর অন্যথা হলে জাহান্নাম।

ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার সৌন্দর্য এবং চিরস্থায়ী আখিরাতের জীবনের জ্য কোন কাজ উত্তম ও উপকারী সে সম্পর্কে আল্লাহ্‌র বানী ঃ

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلاً.

অর্থ ঃ "ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দুনিয়ার জীননের শোভা এবং স্থায়ী নেক-আমল তোমার রবের কাছে সওয়াবের দিক দিয়ে শ্রেয় এবং আশার দিক দিয়েও উত্তম।"[১৩]

আয়াতে উল্লেখিত 'আল্-বাকিয়াতুস্ সালিহাতু' অংশটি প্রণিধানযোগ্য, যার অর্ধ হলো-স্থায়ী নেক-আমল, যা ধ্বংস হবে না।

বরং এর বিনিময় পাওয়া য়ানে অনন্তকাল ধরে-জান্নাতে। 'রূহ্' সৃষ্টি হয়েছে এর ধ্বংস নেই, তই যে মানুষ দুনিয়ার কর্মময় জীবনে 'দেহ ও রূহের' মাধ্যমে নেক-আমল করবে, সে চিরস্থায়ী জান্নাতের অধিকারী হবে।

উল্লেখ্য যে, নেকী-বদী পরিমাপের জন্য আল্লাহ্ তায়ালা হাশরের ময়দানে স্থাপন করবেন মীযান বা পরিমাপ যন্ত্র। আর নেক-আমল ও বদ্-আমল পরিমাপের পর তিনি তাঁর বান্দাকে যথাযোগ্য স্থানে পাঠিয়ে দেবেন। যেমন এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ — فَهُوَ فِى عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ – وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ– فَاُمُّهُ هَاوِيَةٌ–

১৩. আল্-কুরআন; সূরা কাহ্‌ফ ঃ আয়াত।

অর্থ ঃ "কিয়ামতের দিন যার নেকীর পাল্লা ওযনে ভারী হবে, সে তো সুখ-শান্তিময় জীবন যাপন করবে; আর সেদিন যার নেকীর পাল্লা ওযনে হাল্কা হবে, আর আবাস স্থান হবে হাবিয়া নামক জাহান্নামে।"[১৪]

উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনায় সকল মানুষের জন্য এ নশ্বর দুনিয়ার জীবনে কি অধিক করণীয়, সে সম্পর্কে কুরআর ও হাদীসের আলোকে আলোচনা করা হয়েছে, যে বিবরণ সত্য, সত্য এবং সঠিক। যার মাঝে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তাই সকলের উচিত, সত্য সঠিক পথের অনুসরণ করে চিরস্থায়ী আখিরাতের জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজি ও পাথেয় সংগ্রহ। মৃত্যুদূত 'আজরাঈল (আঃ) এসে হাজির হলে এক সেকেন্ড সময় সে দেবে না, 'রূহ্' বের করে নিয়ে যাবে, আর ব্যক্তি বা বান্দা দুনিয়ার জীবনের ভাল-মন্দ কাজের বিনিময়ে 'শাস্তি' পেতে থাকবে। কাজেই, সময় থাকতে সব মানুষের উচিত-সতর্ক ও সাবধান হওয়া। সুব্হানাল্লাহি ওয়া বি-হাম্দিহি।

*** দেহ থেকে 'রূহ্' বের হওয়ার পর তা থাকবে 'ইল্লীনে বা সিজ্জীনে ঃ**

যে ব্যক্তি কেবল বদ্-আমল নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নেবে, আর 'রূহ্' কিয়ামত পর্যন্ত অবস্থায় থাকবে-'সিজ্জীন'। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অনেক নেক্-আমল নিয়ে দুনিয়া থেকে চলে যাবে, কিয়ামত পর্যন্ত তার 'রূহ্' শান্তির সাথে থাকবে ইল্লীনে'।

আল্-কুরআনে বর্ণিত 'সিজ্জীন' সম্পর্কে আল্লাহর বাণী ঃ

كَلاَّ اِنَّ كِتبَ الْفُجَّارِ لَفِىْ سِجِّيْنٍ- وَمَا اَدْرٰكَ مَا سِجِيْنٌ- كِتبٌ مَّرْقُوْمٌ- وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ- الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ- وَمَا يُكَذِّبُ بِه اِلاَّ كُلُّ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ- اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ ايتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الاَوَّلِيْنَ- كَلاَّ بَلْ سكته رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ- كَلاَّ اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ- ثُمَّ اِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيْمِ- ثُمَّ يُقَالُ هذَا الَّذِىْ كُنْتُمْ بِه تُكَذِّبُوْنَ-

অর্থ ঃ আয়াত নং-৭ 'কখনো না, পাপাচারীদের আমলনামা থাকবে সিজ্জীনে।

৮. সিজ্জীন সম্পর্কে তুমি কী জান ?

---

১৪. আল্-কুরআন; সূরা কারিআ ঃ ৬-৭ আয়াত।

৯. তা চিহ্নিত আমলনামা।
১০. সেদিন দুর্ভোগ হবে মিথ্যাবাদীদের,
১১. যারা অস্বীকার করে কর্মফল দিবসের,
১২. কেবল প্রত্যেক সীমালংঘনকারী পাপিষ্ঠই একে অস্বীকার করে।
১৩. যখন কার কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন সে বলে ঃ এতো পূর্বকালের অলীক কাহিনী।
১৪. না, কখনো এরূপ নয়, বরং তারা যা করে, তা তাদের হৃদয়ে জঙ ধরিয়েছে।
১৫. কখনো না, অবশ্যই সেদিন তারা তাদের রবের দর্শন থেকে পর্দার অন্তরালে থাকবে।
১৬. তারপর তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে।
১৭. এরপর তাদের বলা হবে ঃ এটাই সে 'জাহান্নামে, যা তোমরা অস্বীকার করতে।"[১৫]

উল্লেখ্য যে, কাফির, মুশরিক ও বেঈমানদের 'রূহ; বা আত্মা সিজ্জীনে বন্দী অবস্থায় থাকবে। 'সিজ্নুন' শব্দের অর্থ– কারাগার, বন্দীশালা আর সিজ্জীনের অবস্থান যমীনের সর্বনিম্ন স্তরে।[১৬]

ইবনে মাজাহ, তিবরানী ও আবু শায়খ (র) হামযা ইবন হাবীব (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুমিন ও বেঈমানের আত্মার অবস্থান স্থল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, জবাবে তিনি বলেন :

মুমিনদের 'রূহ' সবুজ পাখির আকারে জান্নাতের যেখানে খুশী উড়ে বেড়ায় এবং ইল্লীনে অবস্থান করে। আর বেঈমানদের 'রূহ' বা আত্মা বন্দী থাকে সিজ্জীনে।[১৭]

একবার হয়রত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) হযরত কাব আহবার (রা) কে জিজ্ঞাসা করেন ঃ "পাপাচারীদের আমলনামা যে সিজ্জীনে আছে, এই আয়াতের ব্যাখ্যা আমাকে বলুন।

---

১৫. আল্-কুরআন, সূরা মুতাফফিফীন ঃ ৭-১৭ আয়াত।
১৬. দেখুন, তাফসীরে মায্হারী, সূরা মুতাফফিফীনের ৭নং আয়াতের ব্যাখ্যা।
১৭. আল-হাদীস বর্ণিত।

জবাবে তিনি বলেন ঃ দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর সত্য প্রত্যাখ্যানকারী তথা কাফিরের 'রূহ' উপরের দিকে উঠতে থাকে, কিন্তু আসমানের দরজা তার জন্য খোলা হয় না, বরং ঐ রূহ-কে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয় যমীনের সপ্তম স্তরের সর্বনিম্ন স্থানে, যাকে 'সিজ্জীন' বলা হয়। আর 'সিজ্জীন' থেকে বের হয়ে আসে তার নামাংকিত একটি কাগজ, যা সিল মোহর করে সংরক্ষণ করা হয়, যাতে প্রতিফল দিবসে তার সত্য প্রত্যাখ্যানের প্রমাণ হিসেবে কাগজটিকে উপস্থিত করা যায়।[১৮]

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'ইল্লিনের বর্ণনা প্রসঙ্গে আল-কুরআনের এ আয়াত তেলাওয়াত করেন :

كَلاَّ اِنَّ كِتبَ الاَبْرَارِ لَفِىْ عِلِّيْنَ وَمَا اَدْرٰكَ مَا عِلِيُّوْنَ كِتبٌ مَّرْقُوْمٍ ــ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِىْ نَعِيْمٍ عَلَى الاَرَائِكِ يَنْظُرُوْنَ.

অর্থ : "অবশ্যই নেক্কারদের আমলনামা থাকবে ইল্লিয়ীনে। ইল্লিয়ীন সম্পর্কে তুমি কী জান? তা চিহ্নিত আমলনামা। যারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য প্রাপ্ত, তারা তা দেখে।

নিশ্চয় নেক্কার বান্দারা থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে, তারা সুসজ্জিত আসনে বসে দেখবে।"[১৯]

হযরত বারা ইবনে আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

'ইল্লীন হলো সাত আসমানের উপরে, 'আরশের নীচে। মৃত্যুর পর মুমিন ব্যক্তির 'রূহ' উঠিয়ে নেওয়া হয় সপ্তম আকাশে। তখন আল্লাহ্ বলেন : আমার এ বান্দার আমলনামা রেখে দাও 'ইল্লীনে এবং তার রূহকে ফিরিয়ে দাও পৃথিবীতে, তার নিজ কবরে।[২০]

হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) সূত্রে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

---

১৮. আরো দেখুন : তাফসীরে মায্‌হারী, সূরা মুতাফফিফীনের ৭নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

১৯. আল-কুরআন, সূরা মুতাফ্‌ফিফীন : ১৮-২২ আয়াত।

২০. আল-হাদীস, আহমদ, আবূ দাউদ ও হাকিম বর্ণিত।

শহীদগণের আত্মা আল্লাহ্‌র নিকটে সবুজ পাখি রূপে অবস্থান করে। তারা জান্নাতের সব স্থানে ইচ্ছা মতো উড়ে বেড়ায়, আবার ফিরে আসে সেই ঝাড় বাতির কাছে, যা লটকানো রয়েছে 'আরশের নিচে।'[২১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন : মুমিনের আত্মা সবুজ পাখির আকারে বসে থাকে জান্নাতের বৃক্ষ রাজির ডালে। তারা তাদের নতুনভাবে তৈরি পূর্বের দেহের সাথে মিলিত হবে কিয়ামতের দিন।

উপরোক্ত আলোচনায় একথা বুঝানোর চেষ্টা করা হলো যে, দেহ থেকে 'রূহ' বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর কর্মফল অনুযায়ী 'রূহ'- 'ইল্লীন' বা 'সিজ্জীনে' শান্তি বা শাস্তির মাঝে থাকবে। আর কিয়ামতের দিন কবর থেকে আল্লাহ্‌ তায়ালা যখন সব মানুষকে হাশরের ময়দানে একত্রিত করার জন্য উঠাবেন, তখন কবরে পঁচে-গলে ধ্বংস হয়ে যাওয়া দেহকে 'নতুনভাবে' তৈরী করে, তার সাথে রূহকে মিলিয়ে দেবেন, যা আর কোন দিন বিচ্ছিন্ন হবে না। এ দেহ নিয়ে জান্নাতীরা 'জান্নাতে' এবং জাহান্নামীরা 'জাহান্নামে' চিরদিন থাকবে।

*** দেহ থেকে 'রূহ' বের হওয়ার সময় মুমিনের অবস্থা :**

উল্লেখ্য, যে ব্যক্তি নেক্‌কার বা মুমিন হলে তার রূহের সাথে কিরূপ আচরণ করা হয় এবং বদকার বা বেঈমান হলে কিরূপ আচরণ করা হয়, সে সম্পর্কে স্পষ্ট বর্ণনা কুরআন ও হাদীসে রয়েছে। সামনে বর্ণিত আয়াতে মুমিনের আত্মা বা 'রূহ' দেহ থেকে কিভাবে বের করা হয়। তার বর্ণনা রয়েছে, যেমন আল্লাহ্‌র বাণী :

يَاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ- اِرْجِعِىْ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً — فَادْخُلِىْ فِىْ عِبَادِىْ – وَادْخُلِىْ جَنَّتِىْ-

অর্থ : "হে প্রশান্ত নাফস! তুমি ফিরে চলো তোমার রবের দিকে সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। আমার অনুগত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।"[২২]

---

২১. মুসলিম বর্ণিত।

২২. আল-কুরআন, সূরা ফাজর : ২৭-৩০ আয়াত।

আয়াতের মর্মার্থ হলো : ঐ 'রূহ' বা আত্মা প্রশান্ত, যা আল্লাহ্‌র জিকিরে ও আনুগত্যে শান্তিপ্রাপ্ত, যেমন মাছ পানির মধ্যে শান্তি পায়। বান্দা যখন আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট হয়, তখন আল্লাহ্ তার জন্য রাজি ও পরিতুষ্ট হন এবং তখনই সে হয় আল্লাহ্‌র সন্তোষভাজন।

এ ধরনের বান্দার জন্য আল্লাহ্ বলেন : আমার অনুগত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও এবং জান্নাতে প্রবেশ কর। এখানে আল্লাহ্ তাঁর নেক্‌কার বান্দাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। যারা মৃত্যুর সময় তাদের কৃত নেক আমলের বিনিময়ে তৈরী জান্নাত দেখতে দেকতে হাসি মুখে মারা যায়।

পক্ষান্তরে বেঈমান, কাফির ও মুরতাদরা মৃত্যুর সময় তাদের বদ-আমলের বিনিময়ে তৈরী জাহান্নাম দেখতে দেখতে তাদের 'রূহ' বেরিয়ে যায়। ফলে, তাদের চেহারায় ফুটে উঠে কষ্ট, যন্ত্রণা ও শাস্তির আলামত। তাই কোন কবির বর্ণনা :

এমন জীবন তুমি করিবে গঠন,
মরণে হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভুবন।

*** ব্যক্তি নেক্‌কার হলে তার রূহের সাথে কিরূপ আচরণ করা হয়, তার বর্ণনা বিভিন্ন হাদীসে রয়েছে :**

হযরত বারা' ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুমিন ব্যক্তির মৃত্যুর সময় সূর্যের আলোর ন্যায় উজ্জ্বল চেহারাবিশিষ্ট ফিরিশতা জান্নাত হতে বেহেশতী কাপড় ও সুগন্ধি নিয়ে তার সামনে এসে বসেন। এরপর আজরাঈল (আ) তার মাথার কাছে বসে বলেন :

হে পবিত্র, প্রশান্ত আত্মা। তুমি দেহ থেকে বের হয়ে তোমার রবের দিকে ফিরে চলো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এ আহ্বান শুনে 'রূহ' মশকের জল ধারার ন্যায় সহজে বেরিয়ে আসে। 'রূহ' কবযের পর ফিরিশতারা তা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয় এবং তাকে বেহেশতী কাফন পরিয়ে এবং জান্নাতী খোশবু মাখিয়ে আকাশের দিকে নিয়ে যায়। তখন তা থেকে মিশ্‌ক অপেক্ষা অধিক খোশ্‌বু বের হতে থাকে। পথিমধ্যে অন্যান্য

ফিরিশতাদের সাথে দেখা হলে তারা জিজ্ঞেস করে : এই পবিত্র-মুবারক 'রূহ' কার?

জবাবে তারা দুনিয়াতে তার যে নাম ছিল, তা উল্লেখ করে বলে : অমুকের ছেলে অমুকের।

ঐ ব্যক্তির 'রূহ' নিয়ে ফিরিশতারা যখন প্রথম আসমানের কাছে পৌঁছে যায় এবং দরজা খুলতে বলে, তখন আসমানের দরজা তার জন্য খুলে দেয়া হয় এবং সেখানকার ফিরিশতারা তাকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করে।

এরপর সেখানকার সব ফিরিশতা তার সাথে গমন করে এবং দ্বিতীয় আসমানের দরজায় উপস্থিত হয়। দ্বিতীয় আসমানের দরজা তার জন্য খোলা হলে, সে আসমানের ফিরিশতারা ও তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানায় এবং তার সাথে তৃতীয় আসমানের দ্বার প্রান্তে উপনীত হয়। এভাবে সপ্তাকাশ অতিক্রম করার পর আল্লাহ্ তায়ালা বলেন :

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ ومِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرى–

ঐ ব্যক্তির 'রূহ' ও আমলনামা ইল্লীনে রেখে দাও এবং তার দেহকে মাটির মধ্যে রাখা হোক। কেননা, "আমি তাঁকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি। এ মাটির মাঝে তাকে ফিরিয়ে আনবো এবং এ মাটি থেকেই আমি তাকে আবার উঠাবো।"[২৩]

মৃত্যুর পর ব্যক্তির লাশ ঘর থেকে বের করে, গোসল দিয়ে কাফন পরিয়ে, জানাযার সালাত আদায় করার পর, খাটিয়ার উপর রেখে জীবিত ব্যক্তিরা যা কাঁধে করে কবরের পাশে নিয়ে যায়, এরপর কবরের মধ্যে রেখে যখন সকলে চলে আসে, তখন আল্লাহ্র হুকুমে ফিরিশতা ঐ ব্যক্তির রূহকে তার দেহের মধ্যে ফিরিয়ে দেয়।

তখন মুনকার ও নকীর নামক দু'জন ফিরিশতা কবরে উপস্থিত হয়ে তাকে বসিয়ে জিজ্ঞেস করেন : হে আল্লাহ্র বান্দা! বলো, তোমার রব কে? তোমার দ্বীন কি এবং তোমার নবী কে?

---

২৩. আল-কুরআন সূরা ত্বাহা : ৫৫ আয়াত।

(مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَا نَعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرى)

তখন জবাবে সে ব্যক্তি বলে : আল্লাহ্ আমার রব! আমার দ্বীন হলো ইসলাম এবং নবী হলেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

এ সময় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এরূপ গায়েবী আওয়াজ আসে : হে আমার ফিরিশতারা আমার বান্দা সত্য কথা বলেছে। অতএব তার দেহে জান্নাতী লেবাস পরিয়ে দাও, তার কবরের জান্নাতের ফরাশ বা বিছানা বিছিয়ে দাও, আর তার কবর থেকে জান্নাতের দিকে একটা দরজা খুলে দাও, যাতে জান্নাতের খোশবুময় বাতাস তার কবরে প্রবেশ করে, আর তার কবরকে দৃষ্টি শক্তির শেষসীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দাও।

এরপর তাকে বলা হয় : তুমি এখন এখানে বাসর ঘরের দুলার ন্যায় ঘুমিয়ে থাক, যাকে তার পরিবারের সর্বাধিক প্রিয়জন ব্যতীত আর কেউ জাগাতে পারে না। তখন সে জান্নাতের আরাম নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত তার কবরে ঘুমিয়ে থাকবে।[২৪]

* ব্যক্তি বদ্কার বা কাফির হলে তার রূহের সাথে কিরূপ আচরণ করা হবে, তারও বর্ণনা বিভিন্ন হাদীসে রয়েছে :

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : যখন কোন বেঈমান ও কাফিরের মৃত্যু নিকটবর্তী হয় তখন আসমান হতে ফিরিশতারা দোজখের কাল কম্বলসহ তার দৃষ্টি সীমার মধ্যে এসে বসেন। এরপর হযরত আজরাঈল (আ.) তার মাথার কাছে বসে তার রূহকে ডেকে বলেন :

হে খাবীস বা অপবিত্র আত্মা। তুই বের হয়ে আয় আল্লাহ্র গযব ও আযাবের দিকে। আল্লাহ তোর প্রতি অসন্তুষ্ট, এ কথা শুনে রূহ দেহের মধ্যে পালাতে চেষ্টা করে, ভয়ে বের হতে চায়না। তখন মালাকুল মউত রেশম-বিদ্ধ লৌহ শলাকার ন্যায় সজোরে আত্মাকে দেহ থেকে বের করে আনে। সে পাপাত্মা বের হওয়ার সাথে সাথেই ফিরিশতারা জাহান্নামের কাল কম্বল দিয়ে তাকে জড়িয়ে নেয় এবং সে রূহ থেকে পঁচা দুর্গন্ধ অপেক্ষা অধিক দুর্গন্ধ বের হতে থাকে। তারপর ফিরিশতারা তাকে নিয়ে আসমানের দিকে রওয়ানা হয়।

---

২৪. আল-হাদীস, বারা ইবন আমির (রা) বর্ণিত।

পথিমধ্যে অন্যান্য ফিরিশতাদের সাথে দেখা হলে, তারা জিজ্ঞেস করে : এ খবীস রূহ কার? তখন তারা ঘৃণাভরে বলে : ইহা অমুকের পুত্র অমুকের রূহ!

এরপর সে রূহকে নিয়ে যখন তাঁরা প্রথম আসমানের নিকট উপস্থিত হয়, তখন আসমানের দরজা তার জন্য খোলা হয় না। এ সময় রাসূলুল্লাহ (সা.) আল্লাহ্‌র এ বাণী পাঠ করেন :

لاَ تُفَتَّحُ لَهُ اَبْوَابُ السَّمَاءِ.

অর্থাৎ : "যারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে এবং অহংকারে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, 'তাদের জন্য আসমানের দরজা খোলা হবে না' এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। যতক্ষণ না সুঁচের ছিদ্রপথে উট প্রবেশ করে।"[২৫]

এরপর রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন : যখন আল্লাহ্‌র নির্দেশে ঐ খাবীস আত্মাকে 'সিজ্জীনে' নিক্ষেপ করা হয়।[২৬]

হযরত বারা ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসের শেষাংশে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : এ সময় আল্লাহ্ তায়ালার তরফ থেকে ঘোষণা করা হয়, হে আমার ফিরিশতারা! এই বেঈমান, খাবীস কাফিরের রূহকে কবরের মধ্যে তার দেহে ফিরিয়ে দাও।

তারপর মুনকার নকীর ফিরিশতাদ্বয় ভীষণ আকার ধারণ করে তার সবরে প্রবেশ করে। তাদের কণ্ঠস্বর মেঘের গর্জনের মত ভয়ঙ্কর ও ভীতিপ্রদ এবং চক্ষুদ্বয়ের জ্যোতি বিদ্যুতের মত প্রখর, তারা তাদের দাঁত ও নখ দিয়ে মাটি ভেদ করে কবরে প্রবেশ করবে এবং সে বিধর্মী কাফিরকে বসিয়ে প্রবেশ করবে :

হে আল্লাহ্‌র বান্দা! বল তোমার রব কে? তখন সে বলবে : হায়! হায়!! আমি সে সম্বন্ধে কিছুই জানিনা। তারপর তারা জিজ্ঞাসা করবে : তোমার দ্বীন কি? সে বলবে : হায়! হায়!! আমি জানিনা। এরূপ রাসূলুল্লাহ (সা.) কে দেখিয়ে বলবে : এই ব্যক্তিকে যাকে রাসূল হিসেবে তোমাদের কাছে

২৫. আল-কুরআন, সূরা আরাফ : ৪০ আয়াত।
২৬. তাফসীরে মাযহারী, উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

পাঠানো হয়েছিল? সে বলবে : হায়! হায়!! আমি কিছুই জানিনা।

তখন আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ হতে ঘোষণা করা হবে : এই বান্দা মিথ্যাবাদী। তার কবরে আগুনের বিছানা বিছিয়ে দাও, তার দেহে আগুনের পোশাক পরিয়ে দাও এবং তার কবরকে জাহান্নামের সাথে সংযুক্ত করে দাও। ফলে তার কবরে জাহান্নামের আগুন দাউ-দাউ করে জ্বলতে থাকবে। তার কবর এতো সংকীর্ণ হয়ে যাবে যে, তার বুকের পাঁজরের এক পাশের হাড়ের মধ্যে অন্য পাশের হাড় ঢুকে যাবে এবং সারা দেহের হাড়-হাড্ডি সব চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত তার কবরে আযাব হতে থাকবে। অতএব, বেঈমান কাফির সাবধান!

চতুর্থ অধ্যায়

* কবর হলো জান্নাতের বাগান কার জন্য?

মানুষের দেহ থেকে যখন 'রূহ' বেরিয়ে যায়, তখন দেহ লাশে পরিণত হয়। 'রূহ' থাকার কারণে যে দেহটি সচল, সজীব থাকে, ব্যস্ত থাকে নানা ধরনের কাজ কর্মে, খায়-দায়, ঘুমায়, আনন্দ ফূর্তি করে, 'রূহ' দেহ থেকে বের হওয়ার সাথে সাথেই তার সমস্ত দৈহিক চাহিদা, কামনা-বাসনা শেষ হয়ে যায়। তখন দেহকে সমাহিত করা হয়, মাটির ঘর কবরে।

আল-কুরআনের ভাষায় একে আলমে বারযাখ বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহ্‌র বাণী :

وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ.

অর্থ : "আর তাদের সামনে থাকবে 'বারযাখ' পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত।"[২৭]

'বারযাখ' শব্দের আভিধানিক অর্থ প্রতিবন্ধক, পর্দা, যবনিকা, দুনিয়া থেকে বিদায়ের পর কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে উঠার আগ পর্যন্ত যেখানে মানুষের 'রূহ' অবস্থান করবে, তাকে 'আলমে বারযাখ' বলা হয়।

এ পর্যায়ে বলা যায় যে, মহান আল্লাহ্‌ মানব দেহের মূল অংশ 'রূহ' সৃষ্টি করে, একে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যান। কাজেই, অবস্থানের দিক দিয়ে রূহের আবাসস্থল পাঁচটি :

১. আলমে আরওয়াহ বা রূহের জগত। যেখানে আল্লাহ্‌ তায়ালা সব মানুষের রূহকে এক সাথে সৃষ্টি করে রেখে দিয়েছেন।
২. মাতৃগর্ভ। যা খুবই সংকীর্ণ, এখানে জড় দেহের সাথে রূহের মিলন ঘটানো হয়।
৩. দুনিয়া। যেখানে মানুষ আখিরাতের জীবন কল্যাণ-অকল্যাণ ও ভাল-মন্দের বীজ বপণ করে এবং চিরস্থায়ী জীবনের পাথেয় সংগ্রহ করে।
৪. বারযাখ বা কবর। যেখানে মানুষের দেহ কিয়ামত পর্যন্ত অবস্থান করবে এবং তার 'রূহ' নেক ও বদ-আমলের কারণে 'ইল্লীন' বা

২৭. আল-কুরআন, সূরা মুমিনুন : ১০০ আয়াত।

'সিজ্জীনে' শাস্তি বা শাস্তির মধ্যে থাকবে। যার ফলে তার কবর হবে 'জান্নাতের বাগান; নয়তো জাহান্নামের গর্ত।

উল্লেখ্য যে, 'আলমে বারযাখের' আযাবকেই কবরের আযাব বলা হয়। দুনিয়া ও আখিরাতের মাঝে অবস্থানের জায়গা হলো 'বারযাখ'। মৃত ব্যক্তি এখানে অবস্থান করে। আর নেক ও বদ-আমলের কারণে মহান আল্লাহ কোন ব্যক্তির কবরকে জান্নাতের বাগানে পরিণত করে দেন। আর কারো কবর হয় জাহান্নামের গর্ত।

যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীসে ইরশাদ করেছেন :

اَلْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ اَوْ حُفْرَةٌ مِّنْ حُفَرِ النِّيْرَانِ.

অর্থাৎ "কবর হলো জান্নাতের বাগানসমূহ থেকে একটি বাগান (মুমিনের জন্য) অথবা জাহান্নামের গর্তসমূহ থেকে একটি গর্ত। (বেঈমান কাফিরের জন্য)।[২৮]

মিশকাত শরীফে হাদীসের পূর্ণ বিবরণ এভাবে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : মৃত মুমিন ব্যক্তিকে যখন কবরে জিজ্ঞাসা করা হয়– তোমার রব কে? তোমার দ্বীন কি? এবং তোমার নবী কে?

তখন সে বলে : আমার রব আল্লাহ্! আমার দ্বীন ইসলাম এবং আমার নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

হযরত বারা ইবন আযিব (রা) থেকেও এ সম্পর্কে একটি হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

কবরের মধ্যে মৃত ব্যক্তির কাছে দু'জন ফিরিশতা এসে তাকে উঠিয়ে বসান। এরপর তারা তাকে জিজ্ঞাসা করেন : তোমার রব কে? সে ব্যক্তি জবাবে বলে : আমার রব আল্লাহ্।

তারপর তারা তাকে জিজ্ঞাসা করেন তোমার দ্বীন কি? সে ব্যক্তি বলে : আমার দ্বীন ইসলাম।

---

২৮. আল-হাদীস, কবর অধ্যায়।

এরপর তারা আবার জিজ্ঞাসা করেন : এই যে লোকটি তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন, ইনি কে? তখন সে ব্যক্তি বলে :

ইনি আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)তখন ফিরিশতারা তাকে জিজ্ঞাসা করেন : তুমি তা কিরূপে জানতে পারলে?

তখন সে ব্যক্তি বলে : আমি আল্লাহ্‌র কিতাব পড়েছি, ফলে আমি তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁকে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করেছি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন এ সময় আসমান থেকে একজন অদৃশ্য ঘোষণাকারী বলেন :

"আমার বান্দা সত্য কথা বলেছে। সুতরাং তার জন্য তার কবরের জান্নাতের ফরাশ বা বিছানা বিছিয়ে দাও। তার দেহে জান্নাতী লেবাস পরিয়ে দাও, আর তার জন্য তার কবর হতে জান্নাতের দিকে একটি দরজা খুলে দাও।"

তখন তার কবরে জান্নাতের সুবাস ও সুগন্ধি আসতে থাকবে, তার কবরকে দৃষ্টি সীমার দূরত্ব পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেয়া হবে এবং পূর্ণিমা রাতের ন্যায় আলোকিত করা হবে আর সবুজ বাগ-বাগিচা দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেয়া হবে এবং তাকে বলা হবে :

তুমি এখানে বাসর ঘরের নতুন দুলার ন্যায় ঘুমিয়ে থাক, যাকে তার পরিবারের সর্বাধিক প্রিয়জন ব্যতীত আর কেউ জাগাতে পারে না। এরপর সে ব্যক্তি 'জান্নাতের' আরাম নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত বরে ঘুমিয়ে থাকবে।[২৯]

প্রিয় পাঠক ও পাঠিকা, বিনয়ের সাথে আরজ করছি। শত ব্যস্ততার মধ্যেও একটু সময় বের করে সংক্ষেপে বর্ণিত আখিরাতের প্রথম স্তর কিভাবে জান্নাতের বাগান হবে, তা জানার সাথে সাথে মানার চেষ্টা করুন এবং পার্থিব জীবনে বেশী বেশী নেক আমল করা কিভাবে কবরকে জান্নাতের বাগান বানান যায়, সে রাস্তা বা তরীকারঅন্বেষণ করুন। কেননা, একদিন এ জীবন শেষ হবে এবং সকলকে কবরের বাড়ীতে রাখা হবে। যার অন্যথা হবে না।

---

২৯. আল হাদীস; বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের বর্ণনা।

*** কবর হবে জাহান্নামের গর্ত কার জন্য?**

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেঈমান ও কাফির ব্যক্তির মৃত্যুর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন :

যখন কবরের মধ্যে তার 'রূহ'কে তার দেহে ফিরিয়ে দেয়া হয়, তখন দু'জন ফিরিশতা কবরে এসে তাকে উঠিয়ে বসান এবং জিজ্ঞাসা করেন :

তোমার রব কে? তখন সে আমতা আমতা করে বলে : হায়! হায়!! আমি তো কিছুই জানিনা। এরপর তাঁরা তাকে জিজ্ঞাসা করেন : তোমার দ্বীন কি? তখন ও সে জবাবে বলে : হায়! হায়!! আমি তো জানিনা। ফিরিশতারা এরপর তাকে জিজ্ঞাসা করেন :

এই যে লোকটি তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন, ইনি কে?

জবাবে সে বলে : আমি কিছুই জানিনা, তখন তাকে লোহার মুগুর দ্বারা আঘাত করা হবে; এবং যার ফলে তার দেহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে এবং সে বিকট চিৎকার করবে, যা দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের সকলেই শুনতে পাবে, কিন্তু জিন ও ইনসান সে শব্দ শুনতে পায় না। কিয়ামত পর্যন্ত এরূপ শাস্তি হতে থাকবে। তার কবরকে খুবই সংকীর্ণ করা হবে। কবরের মাটির চাপে তার এক পাঁজরের হাঁড় অন্য পাঁজরের মধ্যে ঢুকে যাবে।

তখন আসমান থেকে একজন ঘোষণাকারী বলেন : সে মিথ্যা বলেছে। সুতরাং তার কবরে জাহান্নামের আগুনের তৈরী বিছানা বিছিয়ে দাও, তাকে জাহান্নামের তৈরী আগুনের পোশাক পরিয়ে দাও এবং তার কবরের দিকে জাহান্নামের একটি দরজা খুলে দাও।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : জাহান্নামের দিকে দরজা খুলে দেয়ার ফলে তার কবরে জাহান্নামের আগুন প্রবেশ করে তাকে পোঁড়াতে থাকবে এবং তার কবরকে তার জন্য একই সংকীর্ণ করা হবে যে, তা বুকের পাঁজরের একদিকের হাঁড় অন্যদিকের পাঁজরের মধ্যে ঢুকে যাবে।[৩০]

আলোচনা থেকে জানা গেল যে, বেঈমান ও কাফির মুশরিকের কবর হতে তাদের জন্য "জাহান্নামের গর্ত।"

---

৩০. আল-হাদীস; বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীসে বর্ণিত ।

পঞ্চম অধ্যায়

* আখিরাতের জীবন

মানব সন্তান মাতৃগর্ভ থেকে জন্ম নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত যেখানে অবস্থান করে, একে দুনিয়া বলে। আর মৃত্যুর পর তার অবস্থানের জায়গাকে বলা হয়– আখিরাতের জীবন। যার প্রথম স্তর হলো 'আলমে বারযাখ' বা কবর। এ জীবনের পর হাশরের ময়দান এবং এখানে বিচারের পর যারা পুলসিরাত পার হতে পারবে, তাদের চিরস্থায়ী থাকার জায়গা হবে– জান্নাত; আর যারা পুলসিরাত পার হতে পারবে না, তাদের ঠিকানা হবে– জাহান্নাম।

* হাশরের ময়দানে অবস্থান

কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তায়ালা সকল মানুষকে হাশরের ময়দানে একত্রিত করবেন। আর এ সম্পর্কে আল্লাহ্র বাণী :

اَللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ ط لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لاَرَيْبَ فِيْهِ ط

অর্থ : "আল্লাহ্ এমন যে, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। অবশ্যই তিনি তোমাদের সকলকে কিয়ামতের দিন একত্রিত করবেন, যাতে কোন সন্দেহ নেই।"[৩১]

সেদিন হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে দুনিয়ার শেষ মানুষটি একই ময়দানে হাজির থাকবে। দুনিয়া হলো কর্মময় জীবন, আর আখিরাত হলো, কাজের বিনিময় পাওয়ার স্থান। একটা মানুষ দুনিয়াতে ভাল-মন্দ যে আমল করে, তা সার সাথে কবরে যায় এবং কিয়ামতের তা তার সাথে থাকবে। সামান্যতম ভাল কাজ করলে, আল্লাহ্ এর বিনিময় দেবেন এবং যে খারাপ কাজ করবে, তাকে তার প্রতিফল দেবেন।

* নেকী-বদী ওজন

উল্লেখ্য যে, কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে সমবেত লোকেরা তিন দলে বিভক্ত হবে :

১. যাদের নেকী অনেক বেশী হবে, গুনাহ্ থাকবে না, তারা বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে।

---

৩১. আল-কুরআন; সূরা নিসা : ৮৭ আয়াত।

২. যাদের কোন-নেক আমল থাকবে না, সবই বদ-আমল হবে, তারা হিসাব ছাড়া জাহান্নামে যাবে।

৩. যাদের নেক-আমল ও বদ-আমল দু'টিই থাকবে, এর–

কোনটি বেশী, আর কোনটি কম, তা পরিমাপের জন্য হাশরের ময়দানে 'মীজান' বা দাঁড়ি পাল্লার ব্যবস্থা থাকবে। আর নেকী-বদী, পরিমাপের সে ব্যক্তির জন্য যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালার বাণী :

فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ– فَهُوَ فِىْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ– وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ– فَاُمُّهُ هَاوِيَةٌ– وَمَا اَدْرٰكَ مَاهِيَهْ– نَارٌ حَامِيَةٌ.

অর্থ : "সেদিন ওজনের সময় যার নেকীল পাল্লা ভারী হবে, সে তো সুখ-শান্তিতে জান্নাতে থাকবে। পক্ষান্তরে নেকী-বদী মাপের সময় যারা নেকীর পাল্লা হালকা হবে, তার ঠিকানা হবে হাবিয়া নাম দোযখে। তুমি কি জান, তা কী? তা হলো- জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ড।"[৩২]

ফাসিক-মুমিন বা গুনাহগার মুমিন-নেকী-বদী পরিমাপের সময় গুনাহ বেশী হওয়ার কারণে জাহান্নামে যাবে। গুনাহের কারণে যে পরিমান শাস্তি তার জন্য নির্ধারিত হবে, সে মেয়াদ শেষ হলে, সে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে নাজাত পেয়ে জান্নাতে যাবে।

অনেক গুনাহের কারণে জাহান্নামে যাবে, কিন্তু ঈমানের কারণে জাহান্নাম থেকে সবশেষে মুক্তি পেয়ে যে ব্যক্তি জান্নাতে যাবে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

"আল্লাহ্ তায়ালা সে ব্যক্তিকে এ পৃথিবীর চাইতে দশ গুন বড় জান্নাত দান করবেন।"[৩৩]

হে মানুষ! এখনই চিন্তা ও সতর্ক হওয়ার সময়। বিনা হিসাবে জান্নাতে যেতে চান, না জাহান্নামে?

পাপ-কাজ ও গুনাহের কাজে লিপ্ত থেকে আখিরাতে ঈমানের কারণে জাহান্নামের শাস্তি ভোগের পর জান্নাতে যেতে চান, না শাস্তি ভোগ ছাড়া সরাসরি জান্নাতে যেতে চান, তার সিদ্ধান্ত এখনই গ্রহণ করুন।

---

৩২. আল-কুরআন, সূরা কারিআ : ৬-১১ আয়াত।

৩৩. আল্-হাদীস, বুখী শরীফ বর্ণিত।

ষষ্ঠ অধ্যায়

* পুল্‌সিরাত

*** যারা পুলসিরাত অতিক্রম করবে, তাদের সর্বশেষ অবস্থানের জায়গা হবে- জান্নাত।**

আখিরাতের অন্যতম ঘাঁটি হলো-পুলসিরাত। যা সবাইকে অতিক্রম করে জান্নাতে যেতে হবে। আল্লাহ্ তায়ালা কিয়ামতের দিন জাহান্নামের উপর ইট স্থাপন করবেন। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلى رَبّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا- ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظَالِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا.

অর্থ : "তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তা অতিক্রম করবে না। এটা তোমার রবের অবধারিত ফয়সালা। এরপর আমি মুত্তাকীদের নাজাত দেব, আর জালিম গুনাহগারদের সেখানে নতজানু অবস্থায় রেখে দেব।"[৩৪]

আয়াতে বলা হয়েছে ঃ কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে উপস্থিত সব মানুষকে পুলসিরাত অতিক্রম করতে হবে। আর পুল্‌সিরাত হচ্ছে জাহান্নামের উপর স্থাপিত একটি সেতু। যা হবে চুলের চেয়ে চিকন, তলোয়ারের মতো ধারাল এবং রাতের অন্ধকার হতে অধিক অন্ধকারাচ্ছন্ন। এতে বাঁকানো লোহার শলাকা থাকবে, যা পথিককে আটকে ধরবে। এতে সাতটি ঘাঁটি থাকবে এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হবে। প্রথম ঘাঁটিতে ঈমান সম্পর্কে, দ্বিতীয় ঘাঁটিতে সালাত সম্পর্কে, তৃতীয় ঘাঁটিতে যাকাত সম্পর্কে, চতুর্থ ঘাঁটিতে রোযা সম্পর্কে, পঞ্চম ঘাঁটিতে হজ্জ ও ওমরাহ সম্পর্কে, ষষ্ঠ ঘাঁটিতে উযূ ও ফরয গোসল সম্পর্কে এবং সপ্তম ঘাঁটিতে পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি ভাল ও মন্দ ব্যবহার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।[৩৫]

---

৩৪. আল-কুরআন, সুরা মারিয়াম ঃ ৭১-৭২ আয়াত।

৩৫. তাফসীরে মাযহাবী, সূরা মারিয়ামের ৭১ নং আয়াত দ্রষ্টব্য।

এ সব প্রশ্নের জবাব যে সঠিকভাবে দিতে পারবে, সে নিরাপদে পুল্‌সিরাত পার হয়ে চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করবে। অন্যথায় এর নীচে অবস্থিত জাহান্নামে পড়ে শাস্তি ভোগ করবে।

ওহাব ইবন মুনাব্বাহ্ (রা:) বলেন : সেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক ঘাঁটিতে আল্লাহ্‌র দরবারে এরূপ দু'আ করবেন : ইয়া রাব্বি : হাব্‌লী উম্মাতি! ইয়া রাব্বি! হাব্‌লী উম্মাতী।

হে আমার রব! আমার উম্মতকে মাফ করে দিন। হে আমার রব! আমার উম্মতকে মাফ করে দিন।

উপরে বর্ণিত আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইবন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

সব মানুষ জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তারপর নিজ নিজ নেক আমলের শক্তি অনুসারে অতিক্রম করবে ঐ সেতু প্রথম শ্রেণীর লোকেরা পুলসিরাত অতিক্রম করবে বিদ্যুৎ গতিতে। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা অতিক্রম করবে বাতাসের গতিতে। তৃতীয় স্তরের লোকেরা দ্রুতগামী ঘোড়ার গতিতে, চতুর্থ শ্রেণীর লোকেরা দ্রুতগামী উটের গতিতে, পঞ্চম শ্রেণীর লোকেরা মানুষের দৌঁড়ানোর গতিতে এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণীর লোকেরা মানুষের সাধারণ চলার গতিতে। আর সর্বশেষ অতিক্রমকারী ব্যক্তি ঐ সেতু পার হবে তার পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের উপর ভর করে।[৩৬]

হযরত জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, আমি আমার নিজের কানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন :

নেক্‌কার ও বদ্‌-কার সব মানুষই জাহান্নামে প্রবেশ করবে। কিন্তু নেক্‌কার মুমিনদের জন্য জাহান্নামের আগুন ঠান্ডা হয়ে যাবে। তাই তারা নিরাপদে জাহান্নাম অতিক্রম করবে, যেমন ইবরাহীম (আ) নিরাপদে নমরূদের প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে ছিলেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌র বাণী :

তারপর আমি মুত্তাকীদের উদ্ধার করবো এবং জালিমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় রেখে দেব।[৩৭]

---

৩৬. আল-হাদী; ইমাম আহমদ, তিরমিযী ও হাকিম (র) বর্ণিত।

৩৭. প্রাগুক্ত, আল-কুরআন, সূরা মারিয়াম : ৭২ আয়াত।

তিব্‌রানী ও বায়হাকী (র)- এর বর্ণনায় এসেছে, খালিদ ইবন মা'আদ (রা) বলেছেন : জান্নাতে পৌঁছে যাওয়ার পর জাহান্নাম থেকে নাজাত প্রাপ্ত ঐ জান্নাতীরা বলবে :

হে আমাদের রব! তুমি তো এ মর্মে ওয়াদা করেছিলে যে, সব মানুষকে অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে। কিন্তু কই? আমরা তো নিরাপদে সরাসরি জান্নাতে পৌঁছে গেছি।

তখন আল্লাহ্ তায়ালা বলবেন : হাঁ, আমি এরূপ ওয়াদা করেছিলাম। সেই ওয়াদা অনুযায়ী তোমাদের জাহান্নামে প্রবেশ করানো হয়েছিল। কিন্তু জাহান্নামের আগুনকে তোমাদের জন্য ঠান্ডা করে দেয়া হয়েছিল। তাই তোমরা জাহান্নামের আগুনের দহনের শাস্তি অনুভব করতে পারনি।[৩৮]

হযরত ইয়ালা ইবন উমাইয়া (রা) থেকে, ইবন আদী ও তিবরানী (র) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

নেক্‌কার মুমিনরা যখন পুলসিরাত পার হবে, তখন জাহান্নামের আগুন মুমিনদেরকে বলবে : তোমরা আমার উপর দিয়ে দ্রুত চলে যাও। তোমাদের নেক্-আমলের নূর আমার দহন শক্তিকে নিস্তেজ করে দিচ্ছে।[৩৯]

উপরোক্ত আলোচনাতে জাগা গেল যে, আখিরাতের জীবনে সব মানুষকে পুলসিরাত অতিক্রম করতে হবে। এটাই আল্লাহ্ তায়ালার তরফ থেকে অবধারিত সিদ্ধান্ত। নেক্ আমলের কারণে পুণ্যবানরা তা সহজে অতিক্রম করে চিরস্থায়ী শান্তিময় স্থান- জান্নাতে প্রবেশ করবে।

*** পক্ষান্তরে বদ-আমলের কারণে যারা পুলসিরাত অতিক্রম করতে পারবে না, তারা চিরস্থায়ী শাস্তির স্থান-জাহান্নামে প্রবেশ করবে।**

'চলার পথের শেষ কোথায়?'-এ ক্ষুদ্র গ্রন্থে কুরআন ও হাদীসের আলোকে আলোচনা করে বুঝবার বুঝাবার চেষ্টা করা হলো : আল্লাহ্ ও তার রাসূলের অনুসারীদের চিরস্থায়ী থাকার জায়গা- 'জান্নাত'।

আর যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ না করে শয়তান ও নাফসের অনুসরণ করবে, তাদের চিরস্থায়ী থাকার জায়গা- 'জাহান্নাম'।

---

৩৮. আল-হাদীস, তিবরানী ও বায়হাকী বর্ণিত।
৩৯. প্রাগুক্ত,